দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ: 21 NOV 2012 পৃষ্ঠা: ... কলাম: ...

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইনের খসড়া অনুমোদন

গত সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে বহুল প্রত্যাশিত ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১২-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। দেশে আলোকিত মানুষ গড়ার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা মাধ্যম মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন, উন্নতি সাধন এবং এর গুণগত মানোন্নয়নে এই এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদী। এর আগে গত ৬ আগস্ট মন্ত্রিসভা, ফাজিল ও কামিলসহ উচ্চ পর্যায়ের মাদরাসা শিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত এ আইনের খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন দান করে। মন্ত্রিসভায় ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত অনুমোদন প্রসঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানিয়েছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের দেড় হাজার কামিল ও ফাজিল মাদরাসার এফিলিয়েটিং বা অধিভুক্তির কাজ করবে। এ সব মাদরাসার যাবতীয় কার্যক্রম তদারকি, শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষক নিয়োগ এবং অনুমোদনের কাজও করবে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এই এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও থাকবে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ- 'সিন্ডিকেট' এবং একাডেমিক কাউন্সিল। থাকবেন ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর এবং ট্রেজারার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহ, আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং নিরন্তর উৎসাহের ফলশ্রুতিতে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। এই অনন্য সাধারণ প্রয়াস নেয়ার জন্য দেশের লাখ লাখ মাদরাসা ছাত্র এবং শিক্ষকদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন। এদেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখের শতবর্ষের দাবি ও প্রত্যাশার প্রতীক- ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীন ও এর সুযোগ্য নেতৃবৃন্দকেও জানাই মোবারকবাদ।

দীর্ঘদিন ধরে দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ দেশে ইসলামী শিক্ষার বিকাশ এবং আলোকিত ও প্রকৃত মানুষ গড়ার পীঠস্থান হিসেবে যে শিক্ষায়তনের স্বপ্ন দেখছিলেন, ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১২-এর খসড়া মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন লাভের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের পথে একধাপ এগিয়ে গেছে। উল্লেখ্য, ১৯৩৯ সালে যুক্তবাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কোলকাতায় আলীয়া মাদরাসার এক সভায় আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে ১৯৫১ সালে মাওলানা আকরম খাঁ কমিশন, ১৯৫৬ সালে আশরাফ চৌধুরী কমিটি এবং ১৯৫২ সালে আতাউর রহমান খান কমিটি এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে মরহুম আলহাজ্ব মাওলানা এম এ মান্নান মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন জমিয়াতুল মোদার্রেছীন পুনর্গঠিত করার পাশাপাশি এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি নবপর্যায়ে জাতির সামনে নিয়ে আসেন। তার ইন্তেকালের পর ইনকিলাব সম্পাদক এবং জমিয়াতুল মোদার্রেছীন-এর সভাপতি আলহাজ্ব এ এম এম বাহাউদ্দীনের নেতৃত্বে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে প্রস্তাবিত আইন চূড়ান্ত আকারে সংসদে উত্থাপনের পর তা পাস হলে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হবে। বর্তমান প্রক্রিয়া আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে দ্রুত সম্পন্ন করে অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড শুরু করতে হবে। ইবতেদায়ী বা প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত মাদরাসা শিক্ষার সার্বিক সমন্বয় বিধানের জন্য অন্যতম অপরিহার্য কর্তব্য হল- ইবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষা কার্যক্রমকে শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যার জরুরী ভিত্তিতে নিরসন। ইবতেদায়ী মাদরাসা শিক্ষকদের এখনও বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সামান্যসংখ্যক মাদরাসা শিক্ষক সামান্য কিছু পেলেও অধিকাংশ শিক্ষকই এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত। সে কারণে রেজিস্টার্ড প্রাইমারী স্কুল শিক্ষকদের অনুরূপ ইবতেদায়ী মাদরাসা শিক্ষকদেরকে নির্দিষ্ট বেতন [illegible] দেয়া হয়নি। জনবল প্রদানে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। প্রতিবছর দাখিল, আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল ফলাফল করছে। ভাল ফলাফলের এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখার জন্য মাদরাসাগুলোতে পড়াশুনার উন্নততর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। দক্ষ ও অভিজ্ঞ পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া না হলে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনায় আগ্রহী বোধ করবে না। অতএব, পর্যাপ্ত জনবল কাঠামো অবিলম্বে কার্যকর হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশের জন্য মাদরাসা শিক্ষা অপরিহার্য এক শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত, কার্যকর ও যুগোপযোগী করার কোন বিকল্প নেই। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১২-এর খসড়া মন্ত্রিসভায় চূড়ান্ত অনুমোদন দানের প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাসূচি প্রণয়নের বিষয়গুলোকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে সম্পন্ন করার ব্যাপারে মনোসংযোগ করতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় তার যাত্রা শুরু করলে দেশে মাদরাসা শিক্ষার বিকাশ, অগ্রগতি ও নানা বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আশা করা যায়, এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশে মাদরাসা কেন্দ্রিক উচ্চ শিক্ষার আধুনিক ও যুগোপযোগী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে দক্ষ, যোগ্য ও অভিজ্ঞ আলেম তৈরিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দীর্ঘলালিত স্বপ্ন ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অবশিষ্ট যাবতীয় কর্মকাণ্ড দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হোক- এটাই সবার কামনা।